তারিখ 27 JUL 2005
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

প্রথম আলো

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষক নিয়োগে স্থগিতাদেশের বিষয়টি নিষ্পত্তি হয়েছে?

নিজস্ব প্রতিবেদক, ময়মনসিংহ
ও বাকৃবি প্রতিনিধি

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন মেধাবী শিক্ষার্থীর প্রভাষক পদে নিয়োগ-সংক্রান্ত স্থগিতাদেশের বিষয়টি গতকাল মঙ্গলবার সিন্ডিকেট সভায় নিষ্পত্তি হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে জানা গেছে। তবে প্রশাসনিকভাবে এখনো তা প্রকাশ করা হয়নি। এ ব্যাপারে গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরাম সতর্ক মন্তব্য করে বলেছে, তারা লিখিত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে।

সম্প্রতি কৃষি অনুষদের কৃষিতত্ত্ব বিভাগে শহীদুর রহমান নামে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থানপ্রাপ্ত একজন শিক্ষার্থী সিলেকশন বোর্ডে নির্বাচিত হওয়ার পরও রহস্যজনক কারণে চাকরি পাননি। তাকে নিয়োগ না দিয়ে ওই বিভাগে নতুন করে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ সিদ্ধান্তের সপক্ষে দ্বিমত পোষণ করে চিঠি দেয় কৃষিতত্ত্ব বিভাগ। ঘটনাটি নিয়ে গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরাম তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে আন্দোলন কর্মসূচি ঘোষণার প্রস্তুতি নেয়। কিন্তু গতকাল সিন্ডিকেট সভায় বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়েছে বলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সিন্ডিকেট সদস্য জানান।

তবে সন্ধ্যা পর্যন্ত বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার জন্য উপাচার্য অথবা রেজিস্ট্রারকে পাওয়া যায়নি। গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরামের সভাপতি অধ্যাপক আশরাফুজ্জামান সেলিম বলেন, তারাও শুনেছেন বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়েছে। লিখিত সিদ্ধান্ত পাওয়ার পরই তারা এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন।

এদিকে গতকাল প্রথম আলোয় প্রকাশিত শিক্ষক নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগের ব্যাপারে সংশ্লিষ্টরা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। উপাচার্য মোঃ আমিরুল ইসলামের ছেলে মোঃ পারভেজ বাল্লীকে কৃষিশক্তি ও যন্ত্র বিভাগে প্রভাষক পদে নিয়োগ দেওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ডিগ্রি না থাকার অভিযোগ সম্পর্কে বাল্লী বলেন, সিলেকশন বোর্ড তাকে যোগ্য মনে করেই নির্বাচিত করেছে। অনিয়মের অভিযোগে নিয়োগপ্রাপ্ত আরেক শিক্ষক তাবাসসুম লোপা বলেন, তিনি শিক্ষাজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বসহ স্নাতকোত্তর পর্যায়ে প্রথম স্থান পেয়েছেন। যোগ্যতা বলেই নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। তার বাবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক তোফাজ্জল হোসেন বলেন, মেধার ভিত্তিতেই লোপাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে উপাচার্য ড. আমিরুল ইসলাম গত সোমবার রাতে এ প্রতিনিধিকে বলেন, সব নিয়োগই নিয়মমতো হয়েছে।